সরকারি ফাইলে যখন আমি বাংলায় লিখলাম

মোহাম্মদ সোলেমান চৌধুরী

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সাল ৮ ফাল্গুন ১৩৫৯ বাংলা। ফাগুনে আগুন। মাতৃভাষার মোহে সকলেই উন্মাদ-দেশব্যাপী চারদিকে তুমুল হৈচৈ। মুখের ভাষা, মায়ের ভাষা-বাঙালি জাতির ভাষা চিরতরে কেড়ে নিল। ভবিষ্যৎ বংশধররা আর মাতৃভাষায় (বাংলায়) কথা বলতে পারবে না। বাংলা ভাষা নাকি মুসলমানের ভাষা নয় অথচ মুসলমানরাই এ বাংলা ভাষার প্রবর্তক।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে সরকারের কাঁটা তারের বেড়ার বাইরে জনসমুদ্রের মধ্যে আমি ছিলাম একজন। এই ভাষা আন্দোলনক্ষণে আমি ইডেন বিল্ডিংয়ে কৃষি বিভাগে ৭ নং সেডে কর্মরত। এ সময় বাঙালি মানেই ভাঙা মন, অফিস-আদালতে, পথে-প্রান্তরে-সর্বত্রই বাঙালিদের মলিন বদন। অফিসের অ-বাঙালিরা বাঙালিদের ভাবসাবে চুপচাপ, মনে মনে খুব খুশি। এ সময় ধর-পাকড়ের মুখে বাংলা ভাষার সমর্থকদের অন্তরে ব্যথা। সে সময় আমি একটা ফাইলে ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা ভাষায় লিখে আমার অফিসার এস এম ইলিয়াস সাহেবের টেবিলে পাঠালাম অফিস ভবনের নিচের তলায়। ফাইলে আমার লিখিত বাংলা ভাষা দেখেই তিনি ফাইলের এক পাশে লিখলেন 'সোলেমান ব্রিংগ আপ'। তার নির্দেশ পেয়েই আমি ২৮ ফেব্রুয়ারি তার কক্ষে যাই। ৭ নং শেড থেকে যাওয়ার প্রাক্কালে ফাইলটি বগলদাবা করে সবাইকে বললাম, 'Today is the last day of my service under Jaleem Pakistan.' যথারীতি সালাম দিয়ে একটু মেজাজে বললাম, আমায় ডেকেছেন? (এ সময় ইলিয়াস সাহেবের সঙ্গে বসা ছিলেন আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় অফিসার কামিজউদ্দিন পাটোয়ারী সাহেব) তখন আমার অফিসার ইলিয়াস সাহেব বললেন, ইউ ডোন্ট নো হাউ টু রাইট ইন ইংলিশ। উত্তর দিলাম, নট অনলি ইংলিশ এলোন বাট মেনি আদার ল্যাংগুয়েজেস। বাঙালিরা রাগলে ইংরেজি কিংবা উর্দুর আশ্রয় নেয়। আমার বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

এ সময় আমাদের গরম হাবভাব বুঝে পাটোয়ারী সাহেব বললেন, বাংলা ভাষার জন্য গত কয়েকদিনে কত ছাত্র-জনতা চাকরিজীবী প্রাণ দিয়েছে আর এত ইয়াংম্যান, ইয়াং ব্লাড। তখন আমার অফিসার নম্রসুরে বললেন, আমরাও বাঙালি; সময় এলে তখন মনের আনন্দে বাংলা ভাষা লেখা হবে, অপেক্ষা করো। এখন হৈচৈ করো না, ঘরে-বাইরে শত্রু। হাসেম দপ্তরীকে আমার কাছে পাঠাও।

হাসেম দপ্তরী এসে তার নির্দেশ মতো ফাইলে আমার বাংলা লেখার ওপর সাদা কাগজ লাগিয়ে দিল। অফিসার ইলিয়াস সাহেব নিজেই ওই ফাইলের কাজ সমাধা করলেন। জানি না ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালের পূর্বে আমার আগে কেউ সেক্রেটারিয়েটের ফাইলে বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছে কিনা-হয়তো আমিই প্রথম সেক্রেটারিয়েটের ফাইলে বাংলা লিখি। অফিসের ছুটির দরখাস্তে পাকিস্তানপন্থীরা ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্টের স্থলে লিখত 'খাদেমে পাকিস্তান' আর আমি ছুটির দরখাস্তে লিখতাম 'খাদেমে বাঙালি'। এ জন্য অফিসের সকল বাঙালি আদর করে আমায় ডাকত মিঃ খাদেমে বাঙালি। তখন আমি সর্বত্রই পরিচিত ছিলাম খাদেমে বাঙালি নামে।

মনে আছে ১৯৫৬ সালে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এই ৭ নং সেডে আমাদের সহকর্মী ছিলেন। তিনি ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত কৃষি বিভাগে ৭ নং শেডেই কাজ করে গেছেন। শাহ মোয়াজ্জেম খোঁজ নিলেন কেন আমাকে খাদেমে বাঙালি বলা হয়। তখন অফিসের একাউন্টটেন্ট আবদুর রহিম (অবসরের পর উলন রামপুরাতে বসবাস করতেন। পরে মারা যান) বললেন, চৌধুরীর মাথা খারাপ, সে ফেব্রুয়ারি ৫২ সালে সরকারি ফাইলে ইংরেজির পরিবর্তে বাংলায় নোট দেয় অথচ সে খুব ভালো ইংরেজি জানে, ইংরেজিতে কবিতা লিখে, রানী এলিজাবেথকে ইংরেজি কবিতা লিখে অভিনন্দন জানায়, '৫২ সালে রানীর তরফ থেকে উত্তরও পায়। এর পর শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন (পরে বাংলাদেশের মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতা) বললেন, আমি অন্তর থেকে সোলেমান চৌধুরী সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি সাহসী, দেশপ্রেমিক।

মনে পড়ে আমার অফিসার এস এম ইলিয়াস (৩৫ নং তেজতুরী বাজার, কারওরান বাজারে বসবাস করতেন। ১ জানুয়ারি ১৯৫৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন। পরে কারওরান বাজার এলাকার চেয়ারম্যান। তারও অনেক পরে মৃত্যুবরণ করেন) বলেছিলেন, সময় এলে আমরা সবাই মনের আনন্দে বাংলা ভাষা ব্যবহার করব। অথচ আজ আইন করতে হচ্ছে সর্বত্র বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য। এতে নিভৃতে শহীদদের রক্ত কাঁদছে? সুখের বিষয় বাংলা ভাষা বিশ্বের দরবারে অন্যতম ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

মোহাম্মদ সোলেমান চৌধুরী : সাবেক সরকারি কর্মকর্তা।